৫

তারিখ 16 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে হেয় করে জাতির আশা–আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করার মহা-পরিকল্পনা

মালী যেমন বাগান তৈরি করে বৃক্ষকে লালন করার জন্য, বৃক্ষ থেকে ফুল, ফল, সৌরভ, সৌন্দর্য, ছায়া ইত্যাদি লাভ করার জন্য, ঠিক তেমনি সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তার সন্তানদের মানুষ করে গড়ে তোলবার জন্য। এই মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা সন্তানরা সমাজকে দেবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা, দেবে উন্নয়নের নতুন দিকনির্দেশনা, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতের নন্দন চর্চা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নততর জগতে বাঁচার আশ্বাস। এক কথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দেশের এক শ্রেণীর ব্যুরোক্র্যাট যারা অসাধু ঠিকাদার আর ব্যবসায়ীদের যোগসাজসে লুটে নিচ্ছে বিদেশ থেকে আসা এক লাখ কোটি টাকার সিংহভাগ, যে লুটেরাদের পরামর্শে বাংলাদেশের রাজনীতি আজ বিপথগামী হয়ে আমাদের তরুণদের চরিত্র হনন করে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে টিকিয়ে রাখছে এবং নিজেদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে তাদের চিরস্থায়ী স্বার্থ বহাল রাখছে, সেই আমলারা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠনের যে পদক্ষেপ নিয়েছে সে সংবাদে আমরা মর্মাহত। কি শিক্ষায়, কি চরিত্রে, কি আচরণে, কি অবদানে, কি ব্যক্তিত্বে একজন উপাচার্যের সঙ্গে একজন সচিবের কোন তুলনাই সম্ভব নয়। ইংরেজদের দুশ' বছরের গোলামীর ফসল এই ক্ষমতাধর ব্যুরোক্র্যাটরা– যাদের অন্যায় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বেশ কিছুকাল থেকেই প্রকৃচি এবং অন্যান্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান সোচ্চার। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যখন বাংলাদেশের মানুষের সামনে শিক্ষার এক নবদিগন্তের শুভ সূচনা করে বাংলার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌছে দেবার ব্রতে নিয়োজিত, তখন এই দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের কালোহাত সেই আলোর শিখাকে প্রবল ফুৎকারে নিভিয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে।

নিজেদের ব্যর্থতা, নিজেদের হতাশা, সমাজের সামনে নিজেদের লুটেরা চরিত্রকে ঢেকে রাখার জন্য তারা তাদের ইংরেজ প্রভুদের Divide and rule নীতি গ্রহণ করে শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত করছে।

জাতিকে আজ সচেতন হতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের প্রতি যেকোন আঘাতের বিরুদ্ধে সমবেত এবং সোচ্চার হতে হবে। দুশ' বছরের গড়ে ওঠা ব্যুরোক্র্যাটিক কালচারকে ভেঙে দেশে একাডেমিক কালচার গড়ে তুলতে হবে।

"The nation that does not value trained intelligence is destined to be doomed. Today we maintain ourselves, tomorrow science will move ahead and there is no escape from the judgment which will then be pronounced on the uneducated". Whitened-

স্বাধীন দেশে ব্যুরোক্র্যাটিক কালচারের অবসান ঘটিয়ে একাডেমিক কালচার সৃষ্টি করতে হবে, যেন শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চরিত্রে উন্নত ব্যক্তিরাই, সমাজে নিম্নমানের ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ ও বিচার করতে পারে। সক্রেটিস সে উদ্দেশ্যেই দার্শনিক শাসক তৈরি করার উপদেশ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে আজকে সেই পথে অগ্রসর হয়ে তার সন্তানদের লালনের পথ নিশ্চিত করতে হবে।

ম্যাগনোলিয়া রহমান
মিন্ট্ রোড, ঢাকা।

ভোটার রেজিস্ট্রেশন '৯৫

ভোটার রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে 'দৈনিক সংবাদ' পত্র মাধ্যমে বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু অদ্য পর্যন্ত ভোটারের আসল অসুবিধার কথা আলোচনা করা হয়নি।

১মঃ একজন চাকরিজীবী কর্মকর্তা/কর্মচারী তার স্থায়ী ঠিকানায় উপযুক্ত ভোটার রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে তার পরিবারের ভোটের উপযুক্ত সকলে মিলে যেতো।

২য়ঃ অফিলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি রংপুর, খুলনা, দিনাজপুরের হয় তবে বাড়ি থেকে শনিবার রেজিস্ট্রেশন করে রোববার অফিস করা/খরচের বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার।

৩য়ঃ একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী যাতায়াত অসুবিধা এবং খরচের দিকটা ভেবে সে বর্তমান ঠিকানায় ভোটার রেজিস্ট্রেশন করালেন। কিন্তু ২/৩ মাস পর দূরের কোন অফিসে বদলি হলেন। তাহলে তিনি কি পূর্বের কর্মস্থলে এসে ভোট দেবেন? আসবেন না, ভোটও দেবেন না। যাতায়াত এবং খরচ সবচেয়ে বড় অসুবিধা। বর্তমান বদলিপ্রাপ্ত কর্মস্থলে তো তাকে ভোট দিতে দেবে না। পূর্বের কর্মস্থলের জায়গায়ও তাকে ভোট দেবার সুযোগ না দিতে পারে। কেননা সে যে দলকে সমর্থন করেন তার বিরোধীদল ধরে বসলেন বর্তমান ঠিকানায় তিনি আর কর্মরত নয়, সেই কারণে ভোট দিতে পারবেন না।

৪র্থঃ আইডি কার্ড দিতে ছবি তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে বর্তমান ঠিকানায় রেজিস্ট্রেশন করালে পরবর্তী বদলি হলে তাকে পূর্বের কর্মস্থলে এসে ছবি তোলাতে হবে। তা মোটেই সম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছেঃ ১মঃ ভোটার রেজিস্ট্রেশনে বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা দু'টিই উল্লেখ থাকবে।

২য়ঃ ভোটার বর্তমান অথবা স্থায়ী ঠিকানায় যে কোনটিতে ভোট দিতে পারবেন অথবা আইডি কার্ডে লেখা বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা যেটিতে ভোট দিতে ইচ্ছুক সেই কলামে টিক চিহ্ন দিতে হবে।

৩য়ঃ বদলিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী তার বদলিকৃত অফিস অর্ডার সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং বদলিপ্রাপ্ত কর্মস্থলে ভোট দেবেন।

আশা করি কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবটি ভেবে দেখবেন।

মোঃ আঃ মালেক
গ্রামীণ ব্যাংক
ভাঙ্গরা শাখা, পাবনা।